* তথ্যপত্র *

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা

আইন সহায়তা কেন্দ্র (আসক)

“ হে বিশ্ববাসী ! মানবাধিকার দান নয়,
এটা আমার জন্মগত অধিকার ”

সংগঠনের কার্যক্রম এলাকা : বিশ্বব্যাপী।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :

প্রধান কার্যালয় : (অস্থায়ী)

বাসা নং-০১, রোড নং-২৭, ব্লক-ডি,
শাহজালাল উপশহর, সিলেট

মোবাইল : ০১৭৪২-৪৯২৫৯২, ০১৭১১-০৬৭১৬১

ভিজিট করুন :

www.asokfoundationbd.org

ফেসবুক পেজ :

IHR ASOK

ফেসবুক গ্রুপ :

IHR (ASOK) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, আসক

মেইল করুন ঃ

ihr.asok.bd@gmail.com
rokib.hr@gmail.com

“ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম ”

ঃ গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহ ঃ

ঃ উপদেষ্টাবৃন্দ ঃ

* পিডিজি কর্ণেল (অবঃ) এম আতাউর রহমান পীর
  ডিপুটি কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, ডি-৬৫, রোটারী ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ।

* ডাঃ আলমগীর আদিল সামদানী
  অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, অর্থোপেডিক্স বিভাগ, নর্থইস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

* মোঃ আবুল কালাম আজাদ
  অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, সহঃ অধ্যাপক (আইন) লেখক, গবেষক ও পরামর্শক।

* মোঃ আবু হানিফ দিদার
  অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

চেয়ারম্যান : রকিব আল মাহমুদ

সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান : এড.মোঃ সামিউল ইসলাম

নির্বাহী পরিচালক : লাকী আক্তার

* নির্বাহী পরিষদ : ১৫জন

সদস্য ভর্তি সংক্রান্ত

* সদস্য মাসিক চাঁদা : ১০০/- (একশত) টাকা, বাৎসরিক সদস্য ভর্তির ডোনেশন ফি, দাতা সদস্য : ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা, আজীবন সদস্য : ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা অথবা সমমূল্যের সম্পদ অত্র সংগঠনে ডোনেশন করে আজীবন সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন।

* সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সদস্য ফরম পূরণ করে ২ কপি পাসপোর্ট আকারের রঙ্গিন ছবি, চেয়ারম্যানের সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে। (শিক্ষা সংক্রান্ত সনদপত্র যদি থাকে সংযুক্ত করতে হবে)।

শাখা তহবিল সংক্রান্ত

সংগঠনটিতে দেশি/বিদেশি কোন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির অনুদান,, স্থানীয় দাতা, সংগঠনের উপদেষ্টা ও সদস্যদের বাৎসরিক অনুদান ও মাসিক চাঁদা সহ বিভিন্ন সংস্থার অনুদান থেকে তহবিল গঠন করা হয়ে থাকে।

ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

যে কোন শাখার সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক / কোষাধ্যক্ষ তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে প্রধান কার্যালয়ে অনুমতি পত্র নিয়ে ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে এবং তিনজনের স্বাক্ষরে একাউন্ট পরিচালিত হবে।

অন্যান্য তথ্য

* সংস্থার সকল সদস্য / সদস্যা / কর্মকর্তা স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে।
* শাখা কমিটির অফিস স্থাপন করতে হলে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।
* স্থানীয় কমিটি কার্যালয় পরিচালনা সহ সকল দায়িত্ব স্ব স্ব অর্থায়নে স্থানীয় সদস্যদের মাসিক চাঁদা, অনুদান নিয়ে ব্যয় নির্বাহ করবেন।
* কোন কর্মকর্তা / কর্মচারী / সদস্য / সদস্যার বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কিংবা বাংলাদেশের সংবিধানের আইন পরিপন্থি কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগন সাময়িক বরখাস্ত করা সহ পরিচয়পত্র বাতিল করিতে পারিবেন। তবে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের সংগঠন কর্তৃক তদন্ত পূর্বক রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা নিবেন।
* মাঠ পর্যায়ে কোন কর্মকর্তা / সদস্য / সদস্যাগণ ৪৫ দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে জানাতে ব্যর্থ হলে প্রধান
* কার্যালয়ের নিকট জবাব দিহিতা করিতে হইবে। সন্তুষ্ট মূলক জবাবা না দিতে পরিলে প্রধান কার্যালয় মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া সহ তাহার পরিচয় পত্র বাতিল করিতে পারিবেন।
* আইনগত সহযোগীতা প্রাপ্তির জন্য অত্র সংস্থার যে কোন শাখা কার্যালয়ে কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে শাখা কার্যালয় তার অনুলিপি কপি অবশ্যই ২ কর্মদিবসের মধ্য অনলাইন কিংবা ডাকডোগে প্রধান কার্যালয়ে নিকট পাঠাতে হবে। অন্যথায় প্রশাসনিক সহ কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রধান কার্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।
* কোন আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাদী বিবাদীর মধ্যে যে সমঝোতাপত্র হবে অথবা আপোষনামা হবে তাহার ফটোকপি অবশ্যই ২ কর্মদিবসের মধ্য অনলাইন কিংবা ডাকডোগে প্রধান কার্যালয়ে নিকট পাঠাতে হবে।
* **বি. দ্র. : অত্র সংস্থার পরিচয়পত্র ব্যবহার করে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হলে তার দায়ভার বহন সংস্থা বহন করিবে না এবং ঐ সদস্য/সদস্যার বিরুদ্ধে সংস্থার পক্ষ হতে সাংগঠনিক ও প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

আইন সহায়তা কেন্দ্র আসক-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১. অত্র মানবাধিকার সংগঠন দেশ এবং প্রবাসের অসহায় দু:স্থ নির্যাতিত নারী পুরুষদের আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা করিবে।

২. অত্র মানবাধিকার সংগঠনে কোন ভুক্তভুগী আবেদন করিলে অত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথমে বিরোধ মিমাংসার লক্ষ্যে সালিশি সভা করে স্থানীয় ভাবে বিরোধ মিমাংসা করার জন্য কাজ করিবে এই ব্যাপারে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা গ্রহন করিবে। সালিশি সভার মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসা না হইলে সংগঠনটি ভুক্তভুগীকে থানায় অথবা আদালতে আইনী সহায়তা প্রদান করিবে।

৩. যে কোন ভুক্তভূগী এই মানবাধিকার সংগঠনে কোন প্রকার বিরোধ নিয়ে আবেদন করিলে উক্ত ভুক্তভূগীকে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মানবাধিকার সংগঠনটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আবেদনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তদন্ত করিবে। ভুক্তভূগী যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে সংগঠন প্রয়োজনে তাহাকে নোটিশ প্রেরন করিবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংগঠনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির কাছে চিঠি পাঠাইবে। সংগঠনটি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য আপোষের/মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে অথবা ভুক্তভুগীকে থানা/আদালতে মামলা বা অভিযোগ দায়ের করিতে সহায়তা করিবে। প্রয়োজনে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত প্যানেল আইনজীবী অথবা যে কোন আইনজীবী নিয়োগ করিবে।

৪. মানবাধিকার লঙ্ঘিত যে কোন বিষয় নিয়ে কিংবা আইনী সহায়তার জন্য দেশ কিংবা প্রবাসের সকল পর্যায়ে লোক অত্র মানবাধিকার সংগঠনের দারস্থ হইতে পারিবে এবং সংগঠনের পক্ষ হতে প্রয়োজনে দারস্থ হওয়া ভুক্তভুগী সকলকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হইবে। প্রয়োজন অনুসারে ভুক্তভুগীদের বিরোধ সমাধানের জন্য সংগঠনটি কাউন্সিলিং করবে।

৫. অত্র মানবাধিকার সংগঠনে যে কোনো ব্যক্তি আইনগত সহযোগিতার জন্য লিখিত আবেদন করিলে কর্তৃপক্ষ সরজমিনে আবেদনের সত্যতা যাচাই করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে তথ্য যাচাই বাছাই করিয়া আইনগত সহায়তা প্রদানে সচেষ্ট হইবে।

৬. অপরাধ-সহিংসতা এবং মানবাধীকার লঙ্ঘনের মতো গণমাধ্যমে/ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তিকে অত্র মানবাধিকার সংগঠন চিঠি পাঠাইবে এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিবে।

৭. মানবাধিকার সংগঠনটি সকল শ্রেনীর ব্যক্তিদের জন্য মানবাধিকার বিষয়টি পর্যবেক্ষন ও সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি নিয়ে কাজ করিবে এবং প্রয়োজনে গনমানুষের স্বার্থে সংগঠনটি স্ব-উদ্যোগে আইনগত ব্যবস্থা করিবে।

৮. মানবাধিকার সংগঠনটি দু:স্থদের পূর্নবাসন ও তাদের জন্য " শেল্টার হোম " তৈরী করবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষা, উদ্যোক্তা তৈরি, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য কাজ করবে।

৯. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানটি মানবসৃস্ট জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আয়োজন ও সংবাদ সম্মেলন করবে প্রয়োজনে সংস্থাটি স্বউদ্দ্যেগে পাবলিক ইন্টারেস্ট লেটিগেশন (পিআইএল) কেইস মাননীয় হাইকোর্টের নিকট আবেদন করিবে।

১০. মানবাধিকার সংগঠনটি বিনা বিচারে আটকদের মুক্তির জন্য আইনী সহায়তা করিবে।

১১. মানবাধিকার সংগঠনটি নারী, শিশু ও মানব পাঁচার প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে গণ-সচেতনতা মূলক কার্যক্রম, উঠান বৈঠক ও সভা সেমিনার করিবে।

১২. মানবাধিকার সংগঠনটি দরিদ্র গনমানুষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সকল ধরনের জনহিতকর কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

১৩। সংগঠনটি মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রমে সমাজে বিশেষ অবদানের ক্ষেত্রে সম্মানা সূচক বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার/এওয়ার্ড প্রদান ও গুনিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করিবে।

১৪. এই মানবাধিকার সংগঠন দেশের সকল তৃনমূল পর্যায়ে সংগঠনের কার্যালয়ে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ পরিচালনা করিবে এবং অত্র মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য ও বিভিন্ন সেচ্ছাসেবীদের নিয়ে মানবাধিকার বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা করিবে।

১৫. মানবাধিকার সংগঠনটি অবহেলিত দরিদ্র অসহায় নিপীড়িত মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম গ্রহন করিবে ।

১৬. মানবাধিকার সংগঠনটি নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত ও ঝড়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্ম দক্ষতার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

১৭. সংগঠনটি জনসাধারণকে / দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে / মানব সমাজকে উপযোগিতা মূলক / তাহাদের জনহিতকর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবে।

১৮. সংগঠনটি সাধারণ মানুষের (শিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত) মধ্যে পাঠাগার / পাঠকক্ষ প্রতিষ্ঠা করে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেতন করিবে।

১৯। মানবাধিকার সংগঠনটি বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প গ্রহণ করা, আর্সেনিক মুক্ত তথা বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে।

২০. সংগঠনটি মানবাধিকার কেন্দ্রিক নাটক, টেলিফ্লিম, সঠ ফ্লিম করিতে পারিবে। সভা, সেমিনার করে মানবাধিকার প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তৃর্নমূল পর্যয়ের মানবাধিকার কর্মী সৃজন করিবে।

২১. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানটি সকল পেশার মানুষের সার্বিক কল্যানে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জমি, সম্পদ,বিদেশে পাঠানোর নামে প্রতারনা নারী শিশু পাঁচার সহ যে কোন বিষয় মাঠ পর্যায়ে কাজ করিবে।

২২. মানবাধিকার সংগঠনটি প্রদর্শনীয় বা প্রদর্শন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবে। মিডিয়া মনোযোগ, সরাসরি-আবেদন প্রচারাভিযান, এবং যেকোন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সামাজিক সচেতনতার জন্য কাজ করিবে।

২৩. সংগঠনটি মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কাজ করিবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে কাজ করিবে।

২৪. মানবাধিকার সংগঠনটি অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পারিবারিক পুষ্টি, নিরাপদ মাতৃত্ব প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও যুগোপযোগী উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাস্তবায়ন করিবে।

২৫. মানবাধিকার সংগঠনটি যুবক-যুবতীদের কর্মফাউন্ডেশনের লক্ষ্যে স্বল্প সময়ে যে কোন টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রদান করিবে। সংগঠনটি এনজিও ব্যুরো, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সহ যে সকল সরকারী কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলোকে রেজিষ্ট্রেশন দেয় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২৬. মানবাধিকার সংগঠনটি বয়স্ক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরী ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করিবে ।

২৭. মানবাধিকার সংগঠনটি দেশব্যাপী সংগঠনের পক্ষ থেকে জাগরণ সৃষ্টির জন্য দেশ/বিদেশের দাতা সংস্থা সমূহ, দেশ/বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ও সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে স্পন্সার গ্রহণ করবে এবং সংগঠনের সদস্য হতে দান-অনুদান ও মাসিক চাঁদা গ্রহন করে তহবিল গঠন করিবে।

২৮. মানবাধিকার সংগঠনটি যে কোন ব্যক্তিকে আইন সহায়তা প্রদান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, পর্ণগ্রাফি প্রতিরোধ, শিশু, নারী ও মানব পাচার প্রতিরোধ, মাদক প্রতিরোধ এবং যৌতুক প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন সচেতনা মূলক উঠান বৈঠক বা অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

২৯. মানবাধিকার সংগঠনটি জাতীয়-আন্তর্জাতিক দিবসে আলোজনা সভা, সেমিনার র‌্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবে।

৩০. সংগঠনের প্রধান কার্যালয়, কর্পোরেট অফিস, শাখা অফিস, ইউনিট অফিস, আঞ্চলিক কার্যালয় আইনি সহায়তা ইউনিট, আইনি সহায়তা ক্লিনিক, এবং মোবাইল আইনি সহায়তা ইউনিট দ্বারা লোকেদের আইনি সহায়তা প্রদান করা হইবে। মানবাধিকার সংগঠনটির প্রধান কার্যালয় সহ যে কোন কার্যালয় প্রয়োজনে স্থানন্তর করা যাইবে। সংগঠনটি বাংলাদেশের জাতীয়, স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষন সহ বেসরকারী সমিতি বা প্রতিষ্টান সমুহের নির্বাচন সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে করিবে। বিদেশের বিভিন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ মিডিয়া/ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জমা দেবে।

“ উল্লেখীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সরকার অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক ”

অতিরিক্ত তথ্য

১। নির্যাতিত অসহায় মানবাধিকার বঞ্চিত ভুক্তভুগীরা সাদা কাগজে সংস্থার চেয়ারম্যান / নির্বাহী পরিচালক / সাধারন সম্পাদক / বিভাগীয় পরিচালক বরাবরে লিখিত আবেদন করবেন। সংস্থার তথ্য বিবরনী ফরম ভুক্তভুগী পড়িয়া পড়াইয়া নিজে বুঝে স্বাক্ষর করবেন। আবেদন প্রাপ্তির পর প্রতিপক্ষকে বিরোধ সমাধানের জন্য সালিশির উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রদান করে অথব্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রয়োজনে সরজমিনে সত্যতা যাচাই বাছাই পূর্বক আবেদনকারীর প্রতিপক্ষ এবং স্বাক্ষী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রসাশনের বক্তব্য ধারণ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ / সংশ্লিষ্ট প্রসাশনকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রয়োজনে সংস্থার নিজস্ব আইনজীবীর মাধ্যমে স্বল্প খরচে/ কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে মামলা করার করা হয়। উল্লেখ্য যে, কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব প্রথম স্থানীয় ভাবে সালিশের মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়।

২। সংস্থার প্রতিনিধিগন বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করে থাকেন।

৩। সংস্থা দাতা সদস্যদের এককালীন / মাসিক অনুদান বিভিন্ন সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান / ব্যক্তিগণের এককালীন / বিভিন্ন সময় প্রদেয় অনুদানের মাধ্যমে সংগঠন পরিচালিত হয়ে থাকে।

৪। সংস্থার অর্থ ব্যাংকে জমা হয়ে থাকে।

শাখা সংগঠন সংক্রান্ত

সর্বনিম্ন -১৩ সদস্য এবং উর্ধ্বে - ১০১জন
বা তার বেশি কমিটি থাকতে পারবে
(দাতা সদস্য ব্যতীত কার্যকরী কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত বাঞ্চনীয় নয়)

---- : সমাপ্ত :------